দোয়া নুদবাহ

দোয়া নুদবাহ হলো ইমাম-এ-জামানা (আঃ ফাঃ) এর সাথে সম্পর্কিত হবার একটি উসিলা, ইমাম (আঃ ফাঃ) কে ডাকার একটি পথ। নুদবাহ অর্থ ক্রন্দন, কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করা। অর্থাৎ, ব্যথা বিহ্বল অবস্'ায় কারো সামনে নিজের দুঃখ কষ্টকে উম্মোচন করা। এই দোয়ার তৃতীয় ও শেষ অংশে মুমিন ও মুমিনাগণ ইমাম (আঃ)-এর প্রতি বেদনাদগ্ধ হয়ে ফরিয়াদ জানায়। ক্রন্দন করে, নওহা (শোকগাঁথা) পড়ে সেই শিশুটির ন্যায় যে সদ্য মাতৃহারা হয়েছে।এই ক্রন্দন ও দোয়া ইমাম (আঃ ফাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে এবং তাঁর দ্রুত আবির্ভাবের জন্য করা হয়।
সৈয়দ ইবনে তাউস (রহঃ) তাঁর 'মিসবাহুজ যায়ের' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, "আমরা যখন ইমামে জামানা (আঃ) এর সারদাব (তথা অদৃশ্যগমনের স্'ান) প্রতিদিন যিয়ারতের জন্য যেতাম তখন সেখানে যে আমল গুলি করতাম তার মধ্যে দোয়া-এ- নুদবাহ পাঠ করা হতো।"

এই দোয়া সবসময় পড়া যায়, তবে সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে দুই/তিন ঘন্টার মধ্যে পড়া উত্তম। বছরে ৪ ঈদে এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব।যথা-

১. ঈদুল ফিতর (রমজানের ঈদ),
২. ঈদুল আযহা (কোরবানীর ঈদ),
৩. ঈদে গাদ্বীর (ইমাম আলী (আঃ) এর অভিষেক দিবস),
৪. শবে ক্বদর ও শুক্রবার দিন।

(সূত্র ঃ মাফাতিহুল জিনান, ৮৭৯ পৃষ্ঠা।)

<u>বিসমিললাহির রাহমানির রাহিম</u>

<u>অর্থ ঃ</u> সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, এবং আল্লাহর রহমত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদের ওপর যিনি তাঁর নবী এবং শ্রদ্ধাবনত সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বংশধরদের ওপর হে আল্লাহ্ আপনাকে সমস্ত প্রশংসা আপনার ওলীবৃন্দের প্রতি যা নির্ধারণ করেছেন সে কারণে যাদেরকে আপনি বাছাই করেছেন আপনার নিজের জন্য ও আপনার দীনের জন্য, যেহেতু আপনার চিরস্থায়ী উপহারগুলোর সর্বশ্রেষ্ঠগুলো তাঁদের মনোনীত করেছেন যার না ক্ষয় আছে আর না আছে হ্রাস তাঁদের প্রতি এ শর্তারোপ করার পর যে তাঁরা এ ঘৃণ্য পৃথিবীর সবগুলো স্তরের ব্যাপারে সংযমী হবেন, এবং এর বাইরের চাকচিক্য ও আকর্ষণসমূহের ব্যাপারেও । আর তাঁরাও আপনার এ শর্ত মেনে নিলেন এবং আপনিও জানতেন তাঁদের এশর্ত মেনে চলার ব্যাপারে বিশ্বাসভাজন হওয়ার কথা অতঃপর আপনি তাঁদের গ্রহণ করলেন; নিজের কাছে নিলেন, এবং তাঁদের জন্য নির্ধারণ করলেন মর্যাদাপূর্ণ স্মরণ ও প্রকাশ্য প্রশংসা, আর আপনি তাঁদের উপর স্বীয় ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁদেরকে সম্মানিত করলেন স্বীয় ওহীর মাধ্যমে, এবং তাঁদেরকে আপনার জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করেছেন, আর তাঁদেরকে বানিয়েছেন দরবারে পৌছানোর পথস্বরূপ এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম, অতঃপর তাঁদের কাউকে কাউকে আপনার জান্নাতে আবাস দান করেছেন, যতক্ষণ না তাঁদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করেছেন, এবং কাউকে কাউকে আপনার নৌকাতে বহন করেছেন এবং তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা বিশ্বাস আনয়ন করেছিল তাদেরকের ধ্বংস থেকে মুক্তি দান করেছেন আপনার কৃপাবশে, আবার কাউকে কাউকে আপনি স্বীয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তিনি আপনার নিকটে একটি সত্য খ্যাতি প্রার্থনা করেন শেষ যুগের জন্য, তখন আপনি তাতে সাড়া দিলেন এবং তাকে উন্নত মর্যাদায় আসীন করলেন, আবার কারো কারো সাথে আপনি কথা বলেছেন এক গাছের মাধ্যমে, এবং তাঁর ভাইকে তাঁর সমর্থক ও উজীর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, আবার কাউকে কাউকে পিতা ছাড়াই জন্ম দিয়েছেন, এবং আপনি তাঁকে দিয়েছেন সুস্পস্ট নিদর্শনসমূহ ও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন রুহুল কুদুস (বা পবিত্র আত্মা) দ্বারা, এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্য প্রবর্তন করেছেন শরীয়ত (বা বিধান), এবং আপনি তাঁর জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন ও তাঁর জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন, একজন রক্ষকের পর আরেকজন রক্ষক, একটি মেয়াদের পর আরেকটি মেয়াদের জন্য, আপনার দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও আপনার বান্দাদের উপর হুজ্জাত (বা প্রমাণ) হিসাবে যাতে সত্য তার জায়গা থেকে হেলে না যায় এবং মিথ্যা সত্যপন্থীদের ওপরে বিজয়ী না হয় এবং কেউ যাতে বলতে না পারে যে, কেন আপনি আমাদের কাছে পাঠাননি সতর্ককারী দূত, এবং কেন আমাদের জন্য নিয়োগ দেননি পথ প্রদর্শনকারী, যাতে আমরা আপনার নিদর্শনগুলো অনুসরণ করতে পারতাম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আগেই;

এভাবে আপনি পরিসমাপ্ত করলেন আপনার প্রিয় ও নির্বাচিত মুহাম্মাদের দ্বারা, আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর ও তাঁর বংশধরদের ওপর অতঃপর আপনি তাঁকে নেতা নির্বাচন করেছিলেন আপনার সৃষ্টির ওপর, এবং আপনার নির্বাচিতদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও আপনার বাছাইকৃতদের মাঝে সর্বোত্তম এবং যাদের ওপরে আপনি নির্ভর করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদাবান; আর তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আপনার নবীদের ওপর, এবং তাকে জ্বীন ও মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন আপনার দাসদের মাঝে, আর পূর্ব ও পশ্চিম তাঁর পদানত করেছেন আর বোরাক্বকে তাঁর জন্য লাগাম পরিয়েছেন, এবং তাঁকে তাঁর রূহসহকারে আপনার আকাশপানে উদ্ধারহন করিয়েছেন, এবং তাঁকে দান করেছেন অতীত ও সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতের সমুদয় জ্ঞান । এরপর আপনি তাঁকে সাহায্য করেছেন (শত্রুর অন্তরে) ত্রাস দ্বারা, এরপর আপনি তাঁকে সাহায্য করেছেন (শত্রুর অন্তরে) ত্রাস দ্বারা, এবং আপনি তাঁকে ঘিরে দিয়েছেন জীবরাঈল, মিকাঈল ও আপনার সম্মানিত ফেরেশতাদের দ্বারা এবং আপনি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তাঁর দীনকে সব দীনের উপর বিজয়ী করবেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে, এবং আপনি এটা করেছেন তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে আসীন করার পর এবং আপনি তাঁর ও তাঁদের জন্য নির্ধারণ করেছেন প্রথম ঘর যা আপনি মানবজাতির জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা মক্কায় অবস্থিত এবং জগতসমূহের জন্য যা বরকতময় ও পথ প্রদর্শক ।এতে রয়েছে সুস্পস্ট নিদর্শনসমূহ, ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান; এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ থাকে, আর আপনি বলেছেন, “আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের থেকে সব ধরনের অপবিত্রতা দূর করতে, হে আহলে বায়েত এবং তোমাদেরকে পুত-পবিত্র রাখতে” এরপর আপনি আপনার কিতাবে মুহাম্মাদ (সা) -দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর এবং তাঁর বংশধরের ওপর- এর জন্য পুরষ্কার নির্ধারণ করেছেন তাদের (বংশের) প্রতি ভালোবাসা অতঃপর বলেছেন, “বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কিছু দাবী করি না শুধু আমার নিকটাত্মীয়ের ভালোবাসা ছাড়া” এবং আরো বলেছেন, “আমি যে পুরস্কার তোমাদের কাছে চেয়েছি তা তোমাদের নিজেদের জন্য” এবং আরো বলেছেন, “আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন পুরষ্কার চাই না শুধু যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক” তাঁরা [আহলুল বাইত (আঃ)] হলেন আপনার অভিমুখী পথ এবং আপনার সন্তুষ্টির রাস্তা, অতঃপর যখন তাঁর (নবীর) দিন শেষ হয়ে এলো তখন তিনি আলী ইবনে আবু তালিবকে - আপনার শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের ওপর এবং তাঁদের বংশধরের ওপর –তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ দিলেন একজন পথপ্রদর্শক হিসাবে, যেহেতু তিনিই ছিলেন সতর্ককারী আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে পথ-প্রদর্শক, তখন তিনি [নবী (সাঃ)] বিশাল সমাবেশের সামনে বললেন - আমি যার মাওলা (কর্তা), আলী তার মাওলা (কর্তা), হে আল্লাহ! আপনি তার বন্ধু হোন যে তাঁর বন্ধু হয় এবং তার শত্রু হোন যে তাঁর শত্রু হয় এবং তাকে সাহায্য করুন যে তাঁকে সাহায্য করে এবং তাকে অপমান করুন যে তাঁকে অপমান করে । এবং আরো বললেন, ‘আমি যার নবী, আলী তার আমির’ এবং আরো বললেন, আমি এবং আলী একই বৃক্ষ থেকে আর বাদবাকী মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ থেকে,

এবং তাঁকে (আলীকে) সেই স্থান দিলেন যেমন মূসার নিকট হারুনের স্থান ছিল, অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তোমার স্থান আমার কাছে সে রকম যেমন হারুনের সাথে মূসার, পার্থক্য শুধু এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।' আর তাঁকে বিয়ে দিলেন স্বীয় কন্যার সাথে, যিনি জগতসমূহের নারীদের নেত্রী, এবং তিনি তাঁর মসজিদের থেকে [আলীর (আঃ)] জন্য হালাল করলেন যা, তাঁর নিজের জন্য হালাল ছিলো আর সব দরজা বন্ধ করে দিলেন তার দরজা ছাড়া। অতঃপর তিনি [নবী (সাঃ)] তাকে দান করলেন স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে। এরপর বললেন, আমি হলাম জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা। অতএব, যে এ শহর ও প্রজ্ঞা চায় তার উচিত এর দরজা দিয়ে প্রবেশ করা; অতঃপর বললেন, 'তুমি আমার ভাই ও অসিয়ত সম্পাদনকারী ও উত্তরাধিকারী' তোমার গোশত আমার গোশত থেকে এবং তোমার রক্ত আমার রক্ত থেকে আর তোমার সাথে শান্তি অর্থ আমার সাথে শান্তি এবং তোমার সাথে যুদ্ধ অর্থ আমার সাথে যুদ্ধ। আর ঈমান, তোমার গোশত ও রক্তের সাথে সেভাবে মিশেছে যেভাবে তা মিশেছে আমার গোশত ও রক্তের সাথে এবং আগামীকাল তুমি হাউযে কাউসারে আমার প্রতিনিধি হবে, এবং তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করবে এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করবে এবং তোমার শিয়ারা (অনুসারীরা) আলোর মিম্বারে (বসে থাকবে), বেহেশতে তাদের উজ্জ্বল চেহারাগুলো আমাকে ঘিরে থাকবে এবং তারা আমার প্রতিবেশী হবে। আর 'হে আলী, যদি তুমি না হতে তাহলে আমার পরে বিশ্বাসীদের চেনা যেতো না এবং তাঁর পরে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক (জনগণকে) পথভ্রষ্টতা থেকে (রক্ষা করতে) এবং অন্ধত্ব থেকে আলো এবং আল্লাহর শক্ত রশি এবং তাঁর সঠিক পথ। (নবী (সাঃ) - এর সাথে) তাঁর আত্মীয়তাকে কেউ যেমন অতিক্রম করতে পারবে না, তেমনি পারবে না ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়ে তাঁর অগ্রগামীতাকেও, এবং কেউ তাঁর গুণাবলীসমূহের কোনটিতে কেউ তাঁকে ছুঁতে পারবে না, তিনি (আলী) রাসূলের পথ অনুসরণ করেন, আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁদের দু'জনেরই ওপরে ও তাঁদের বংশধরদের ওপরে। এবং তিনি যুদ্ধ করেন কোরআনের তা'বিল (তথা ব্যাখ্যা)-র ভিত্তিতে এবং তিনি আল্লাহর পথে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পাত্তা দেননি। নিশ্চয়ই তিনি আরব বীরদেরকে এবং তাদের সাহসী যোদ্ধাদের আল্লাহর রাহে হত্যা করেছেন এবং আরবের নেকড়েসদৃশ চোরদেরকে বন্দী করেছেন আর এসব হত্যাকান্ডের কারণে বদর, খাইবার, হুনাইন এবং অন্যান্য ময়দানের শত্রুদের অন্তরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ করে দিয়েছেন (এবং তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে) তখন শত্রুরা তাঁর শত্রুতায় জোট বাঁধলো এবং তাঁর সাথে শপথ ভঙ্গের পথে পা বাড়ালো। ফলে তিনি যুদ্ধ করলেন শপথ ভঙ্গকারীদের (তালহা, যুবায়ের..) এবং অনাচারকারীদের (মুআবিয়া ও তার দলবল) এবং স্বপক্ষত্যাগকারী (খারিজীরা) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এবং যখন তাঁর জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে এলো তখন সে যুগের একজন দূর্ভাগা ব্যক্তি যে তার পূর্বেকার হতভাগাদের অনুসারী - তাঁকে হত্যা করলো আল্লাহর রাসুলের (স্বীয় পরিবারভূক্ত) পরম্পরা হেদায়েতকারীদের ব্যাপাওে তাঁর আদেশকে মান্য করা হলো না

আর উম্মত নবীর সাথে শত্রুতায় উঠে পড়ে লাগলো, তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ করতে এবং তাঁর সন্তানদেরকে উদ্বাস্ত করতে তারা একযোগ হলো, কেবল মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া যারা তাঁদের (আহলুল বায়েতের) অধিকার মেনে চলতে বিশ্বস্ত ছিলো। (এই শত্রুতার ফলে রাসুল পরিবারের) কেউ কেউ হলেন নিহত, কেউ বা হলেন বন্দী এবং কেউ কেউ হলেন নির্বাসিত আর তাঁদের (আহলে বাইত) ব্যাপারে এমনটা ধার্য ছিল যার পরিণামে শুভ রয়েছে, কেননা জমিনের মালিক আল্লাহ্, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাঁকে জমিনের উত্তরাধিকার দান করেন এবং ভালো পরিণতি (শুধু) মুত্তাকীদের জন্য। পুত-পবিত্র আমাদের প্রতিপালক, অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার পূর্ণ হবে, আল্লাহ কখনোই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না এবং তিনি সর্বশক্তিমান, মহাপ্রজ্ঞাময়।
তাই মুহাম্মাদ (সাঃ) ও আলীর আহলে বাইতগণের (আল্লাহ দরূদ বর্ষিত হোক তাঁদের উভয়ের ওপর এবং উভয়ের বংশধরবৃন্দের ওপর) ওপরেই ক্রন্দন করুক ক্রন্দনকারীরা এবং শুধু তাদের ওপরেই বিলাপ করুক বিলাপকারীরা এবং তাঁদের মত পবিত্র মানুষদের জন্যই অশ্রু ঝরানো উচিত এবং ফরিয়াদ কারীরা ফরিয়াদ করুক আর বুকফাটা আহাজারি করুক আহাজারী কারীরা, কোথায় সে হাসান? কোথায় সে হোসাইন? কোথায় হোসাইনের সন্তানেরা ? সেই একজন সৎকর্মশীলের পর আরেকজন সৎকর্মশীল এবং একজন সত্যবাদীর পর আরেকজন সত্যবাদী ? যারা ছিলেন একের পর এক হেদায়াতের পথ আর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে থেকে নির্বাচিত
কোথায় সে উদীয়মান সূর্যগুলো? কোথায় সে কিরণময় চন্দ্ররাজি? কোথায় সে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি? আর কোথায় দীনের সে প্রতীকসমূহ এবং জ্ঞানের ভিত্তিসমূহ? কোথায় বাকীয়াতুল্লাহ- উম্মতের পথ-প্রদর্শক যে বংশধর থেকে(পৃথিবী) খালি থাকতে পারে না।
কোথায় তিনি, যিনি প্রস্তুত আছেন নিপীড়নকারীদের নিশ্চিহ্ন করতে ?
কোথায় সেই প্রতিক্ষীত ব্যক্তি যিনি বক্রতা ও বিচ্যুতিকে সোজা করবেন ?
কোথায় তিনি, যার থেকে আশা করা হয় যে নিপীড়ন ও সীমালংঘনকে অপসারণ করবেন
কোথায় তিনি যাকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ফরযসমূহ ও সুন্নাতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ?
কাথায় তিনি যাকে জাতি ও ধর্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য মনোনীত করা হয়েছে?
কোথায় সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, যিনি কিতাব ও তার বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করবেন? কোথায় সেই ধর্ম ও এর অনুসারীদের জীবিতকারী?
কোথায় সে সীমালংঘনকারীদের দাপট বিচূর্ণকারী ?
কোথায় শিরক ও কপটতার প্রাসাদ বিধ্বস্কারী?
কোথায় অনাচারী, অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের ধ্বংসকারী?
কোথায় সে পথভ্রষ্টতা ও দলাদলির অঙ্কুরকে কর্তনকারী?
কোথায় সে ভ্রষ্ট চিন্তা আর কু-প্রবৃত্তিধারীদেরকে নিশ্চিহ্নকারী?
কোথায় সে মিথ্যা ও অপবাদের রশিকে ছেদনকারী?
কোথায় সে অবাধ্য ও উদ্ধত লোকদের ধ্বংসকারী?

কোথায় সে (সত্যের বিরুদ্ধে) শত্রুতাকারী, পথভ্রষ্টকারী এবং ধর্মত্যাগীদেরকে উচ্ছেদকারী?
কোথায় তিনি, যিনি আল্লাহর বন্ধুদেরকে সম্মানিত করবেন এবং শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করবেন?
কোথায় তিনি, যিনি খোদাভীতির এক প্লাটফর্মে সবাইকে একত্রিত করবেন?
কোথায় আল্লাহর সেই দরজা যার ভিতর দিয়ে (আল্লাহর দরবারে) প্রবেশ করতে হয়?
কোথায় আল্লাহর সেই চেহারা যার মাধ্যমে ওলীরা তাঁর অভিমুখী হয়?
কোথায় সেই সত্যের মাধ্যম যা পৃথিবী ও আকাশের মাঝে সংযুক্ত?
কোথায় সে বিজয়ের দিনের মালিক এবং হেদায়েতের পতাকা উত্তোলনকারী?
কোথায় তিনি, যিনি মনের দুঃশ্চিন্তাসমূহকে দূর করে অন্তরসমূহকে সন্তুষ্ট করবেন?
কোথায় তিনি, যিনি উম্মত কর্তৃক নবীদের ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি অত্যাচার আর অবিচারের বিচার গ্রহণকারী?
কোথায় সে কারবালায় শহীদদের রক্তের প্রতিশোধ দাবীকারী?
কোথায় তিনি আল্লাহ যাকে তার প্রতি অত্যাচারকারী ও মিথ্যারোপ কারীদের বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ করবেন
কোথায় তিনি, যিনি দুর্দশাগ্রস্থ নিরূপায় লোকদের জন্যে দোয়া করলে সাড়া দেয়া হবে
কোথায় সৃষ্টিকূলের সম্মুখনেতা যিনি পূণ্যি ও তাকওয়ার অধিকারী?
কোথায় সে নবী আল-মুস্তাফা এবং আলী আল-মুর্তাজার সন্তান?

আর মহিমান্বিতা খাদিজা ও নারীকূল শিরোমণি ফাতেমা যাহরার সন্তান?
আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক আপনার জন্য আর আমার নিজের প্রাণ কুরবান হোক আপনার নিরাপত্তা ও প্রহরায়।

হে নৈকট্যপ্রাপ্ত নেতাগণের সন্তান, হে মহাসম্মানিতদের সন্তান,
হে ঐশীভাবে পরিচালিত পথ-প্রদর্শকদের সন্তান, হে নির্বাচিত শুদ্ধপুরুষদের সন্তান,
হে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবানদের সন্তান, হে মহাপবিত্রদের সন্তান,
হে নির্বাচিত সাহসীদের সন্তান, হে উদার সম্মানিতদের সন্তান,
হে কিরণময় চন্দ্ররাজির সন্তান, হে আলোকজ্জল প্রদীপসমূহের সন্তান
হে উজ্জ্বল উল্কারাজির সন্তান, হে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজির সন্তান
হে (আল্লাহর) স্পষ্ট পথসমূহের সন্তান, হে (সত্যের) স্পষ্ট নিদর্শনসমূহের সন্তান
হে পরিপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্তান, হে প্রসিদ্ধ (ঐশী) রীতি-নীতির সন্তান
হে সংরক্ষিত জ্ঞানসমূহের অধিকারীর সন্তান, হে বিদ্যমান মু’জিযাসমূহের সন্তান
হে দৃশ্যমান প্রমাণসমূহের সন্তান, হে সরলপথের সন্তান

হে মহা সংবাদের সন্তান,
হে তাঁর সন্তান যিনি মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর নিকটে মূল কিতাবে রয়েছেন,
হে নিদর্শনসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণসমূহের সন্তান, হে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহের সন্তান,
হে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণসমূহের সন্তান, হে পরম প্রমাণসমূহের সন্তান
হে বিস্তৃত নেয়ামতসমূহের সন্তান, হে ত্বা-হা ও স্পষ্ট আয়াতসমূহের সন্তান
হে ইয়াসীন (নবী সাঃ) ও যারিয়াতের (ছত্রভঙ্গকারী) সন্তান, হে তূর (পাহাড়) ও আদিয়াতের (আক্রমণকারী) সন্তান
হে তাঁর সন্তান, যিনি মহামহীম আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যবধানে
পৌঁছে যান ।

ইস্! যদি জানতাম কোথায় আপনার আবির্ভাবের মাধ্যমে অন্তরসমূহ প্রশান্তি পাবে! অথবা কোন্ ভূ-খন্ডে রয়েছে আপনার নিবাস বা কোন্ মর্ত্যে, সেটা কি রাযওয়া (পাহাড়), নাকি অন্য কোথাও? নাকি যী-তুওয়া দেশে? আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে সবাইকে দেখবো কিন্তু আপনাকে দেখবো না, আপনার কোনো শব্দও শুনবো না, এমনকি আপনার কোনো ফিসফিস শব্দও, আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে বিপদ আমাকে ব্যতীত আপনাকে পরিবেষ্টন করে থাকবে আর আমার আহাজারি ও অভিযোগ আপনার কাছে পৌঁছবে না আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সেই গুপ্ত হকিকত যা আমাদের থেকে দূরে নয়, আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন বিশ্বাসী নর ও নারীর অন্তরের সেই কামনা যার স্মরণে প্রত্যেক অন্তরই আসক্তির অনুভবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সম্মানের উচ্চ স্থান যার ওপরে কেউ যেতে পারে না, ইস্! যদি জানতাম কোথায় আপনার আবির্ভাবের মাধ্যমে অন্তরসমূহ প্রশান্তি পাবে! অথবা কোন্ ভূ-খন্ডে রয়েছে আপনার নিবাস বা কোন্ মর্ত্যে, সেটা কি রাযওয়া (পাহাড়), নাকি অন্য কোথাও? নাকি যী-তুওয়া দেশে?আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে সবাইকে দেখবো কিন্তু আপনাকে দেখবো না, আপনার কোনো শব্দও শুনবো না, এমনকি আপনার কোনো ফিসফিস শব্দও, আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে বিপদ আমাকে ব্যতীত আপনাকে পরিবেষ্টন করে থাকবে আর আমার আহাজারি ও অভিযোগ আপনার কাছে পৌঁছবে না আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সেই গুপ্ত হকিকত যা আমাদের থেকে দূরে নয়, আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন বিশ্বাসী নর ও নারীর অন্তরের সেই কামনা যার স্মরণে প্রত্যেক অন্তরই আসক্তির অনুভবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে,
আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সম্মানের উচ্চ স্থান যার ওপরে কেউ যেতে পারে না,
আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন আদি মর্যাদার অধিকারী যার সমান কেউ হতে পারে না
আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সেই নেয়ামত যার কোনো তুলনা হয় না,
আমার প্রাণের শপথ! আপনি হলেন সেই ইনসাফ ও মর্যাদার অধিকারী, কেউ যার সমান হয় না,

আর কতদিন আমি আপনার জন্য বিলাপ করবো, হে আমার মাওলা, আর কোন্ ভাষায় আমি আপনার প্রশংসা করবো এবং মনের গোপন কথা বলবো আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে আপনি ভিন্ন অন্য কারো নিকট থেকে সাড়া পাব, আমার জন্য এটা খুবই দুর্বিষহ যে, আমি আপনার জন্য কাদঁবো আর এ পৃথিবী আপনাকে অবহেলা করবে, আমার জন্য খুবই দুর্বিষহ যে (একাকীত্ব) কেবল আপনার উপর আসবে, অন্যদের উপরে নয়, কোনো সাহায্যকারী কি আছে যার সাহায্যে দীর্ঘায়িত করতে পারি আমার বিলাপ ও কান্না ? কোনো আহাজারী কারী কি আছে যার সাথে আমিও যোগ দিতে পারি যখন সে নির্জনে আহাজারী করে? এমন কোনো কান্নাবিধুর চোখ আছে কি যাকে আমার চোখ সাহায্য করতে পারে, হে আহমাদের (রাসুলুল্লাহ্) পুত্র, আপনার সাথে সাক্ষাত করার কোনো পথ আছে কি? আজকের এ দিনটি কি আগামী দিনের সাথে মিলবে যে আমরা আপনার সৌন্দর্য অবলোকন করে ধন্য হবো? কখন আমরা আপনার দয়ার ঝর্ণাধারায় অবগাহন করবো আর নিজেদেরকে তৃপ্ত করবো ? কখন আমরা আপনার মিষ্টি পানি দ্বারা উপকৃত হবো কারণ, পিপাসা তো অনেক দীর্ঘায়িত হলো? কখন আমরা সকাল-সন্ধ্যা আপনার সাথে অতিবাহিত করবো যাতে আপনার সৌন্দয দ্বারা আমাদের চক্ষুসমূহ উদ্ভাসিত হয়? কখন আপনি আমাদের দেখবেন এবং আমরা আপনাকে দেখবো আর আপনি থাকবেন বিজয়ের পতাকা হাতে? কখন আপনি দেখবেন আপনার চারপাশে পরিবেষ্টন করে আছি আমরা আর আপনি উম্মতের নেতৃত্বের আসনে গোটা পৃথিবীকে ন্যায়বিচারে ভরে তুলেছেন আর আপনার শত্রুদের লাঞ্ছনা ও শাস্যি স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছেন; এবং আপনি বিদ্রোহী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করছেন, এবং আপনি নিশ্চিহ্ন করছেন দাম্ভিকদের শেষ চিহ্নগুলোকেও এবং উপড়ে ফেলছেন জালেমদের ভিত্তিসমূহকে, তখন আমরা বলবো সমস্য প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, হে আল্লাহ তুমি দুঃখ ও দুর্যোগ দূরকারী এবং তোমার কাছ থেকে আমি সাহায্য চাই আর তোমার কাছেই তো আশ্রয়, তুমি পরকাল ও দুনিয়ার প্রতিপালক; তাই সাহায্য করো হে সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্যকারী তোমর দুর্দশাগ্রস্' বান্দাকে, এবং তাকে তার নেতাকে দেখিয়ে দাও; হে মহা শক্তির অধিকারী, আর তাঁর (ইমাম আঃ) আবির্ভাবের মাধ্যমে আমাদের দুঃখ কষ্টের অবসান করো, আর আমাদের অন্তরের জ্বালাকে থামিয়ে দাও হে তুমি যে আরশে সমাসীন এবং যার দিকে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন এবং চূড়ান্ গন্তব্য । হে আল্লাহ, আমরা তোমার অধম বান্দারা তোমার সেই ওয়ালী'র আবির্ভাবের প্রহর গুণছি, যিনি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার নবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন,যাকে তুমি সৃষ্টি করেছো আমাদের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে এবং আমাদের জন্য তাঁকে করেছো নিরাপত্তাদানকারী ও আশ্রয়স্'ল হিসাবে । আর তাঁকে বানিয়েছেন আমাদের মাঝে যারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাদের নেতা কাজেই, তাঁকে পৌঁছে দাও আমাদের শুভেচ্ছা ও সালাম এবং এর মাধ্যমে হে প্রতিপালক আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, এবং তাঁর আবাসস্'নকে আমাদের জন্য আশ্রয়স্'ল বানিয়ে দাও এবং তাঁকে আমাদের সম্মুখে প্রেরণের মাধ্যমে তোমার নেয়ামতকে পূর্ণ করো, যতক্ষণ না তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তোমার একনিষ্ঠ শহীদদের বন্ধুত্ব লাভ করাও, হে আল্লাহ, দরূদ প্রেরণ কর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও মুহাম্মাদের বংশের ওপর যিনি কনিষ্ঠ নেতা,

এবং তাঁর মাতামহী, যিনি মহীয়ষী সত্যবাদীনি ফাতিমা, মুহাম্মদ (সাঃ) এর কন্যা এবং তাঁর পূণ্যবান পূর্বপুরুষদের মধ্যে থেকে যাদেরকে তুমি নির্বাচন করেছো তাদের ওপরে, আর তাঁর ওপর প্রেরণ করো সর্বোৎকৃষ্ট, পরিপূর্ণতম, পূর্ণাঙ্গতম, অব্যাহত, অধিক ও প্রচুর দরূদ যা তুমি প্রেরণ করেছো তোমার সৃষ্টির মাধ্যে নির্বাচিত ও মনোনীত কাউকে, আর তাঁর ওপর প্রেরণ করো এমন দরূদ যা গুণে শেষ করার না এবং যার বিস্তৃতির পরিসীমা নেই আর কালের প্রবাহে যার ক্ষয় নেই হে আল্লাহ, তাঁর মাধ্যমে তুমি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং মিথ্যাকে বিদূরিত করো আর তাঁর মাধ্যমে তোমার বন্ধুদেরকে নির্দেশনা দান করো আর তোমার শত্রুদেরকে পর্যুদস্ত করো, হে আল্লাহ, তাঁর ও আমাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক জুড়ে দাও যার কারণে তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, এবং আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভূক্ত করো যারা তাঁদের দামন আঁকড়ে ধরেছে এবং তাঁদের আশ্রয়ে বাস করে, আর আমাদেরকে সাহায্য করো তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালনে এবং তাঁর আনুগত্যে কঠোর চেষ্টা চালাতে আর তাঁর অবাধ্যতাকে এড়িয়ে চলতে, আর আমাদের ওপর কৃপা করো তাঁর সন্তুষ্টিকে এবং দান করো আমাদের উপর তাঁর স্নেহ-ভালবাসা, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর দোয়া ও তাঁর কল্যাণকে, যাতে এর মাধ্যমে আমরা তোমার অবারিত রহমত লাভ করি এবং তোমার কাছে সফল হতে পারি, আর তাঁর ওসীলায় তুমি আমাদের প্রার্থনাকে কবুল করো এবং আমাদের পাপগুলোকে মার্জনা করে দাও এবং আমাদের আবেদনগুলোকে গ্রহণ করো, এবং তাঁর ওসীলায় আমাদের রুজীসমূহকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমাদের দুঃখসমূহকে দূর করে দাও । আর আমাদের প্রয়োজনসমূহকে মিটিয়ে দাও, আর আমাদের দিকে ফিরে দেখো দয়ালু মুখে এবং তোমার প্রতি আমাদের নৈকট্যকে কবুল করে নাও, আর আমাদের ওপর তোমার করুণার দৃষ্টি মেলে ধরো, যার দ্বারা তোমার কাছে আমাদের অর্জিত সম্মানকে পূর্ণ করতে পারি, এরপর তোমার ঔদার্যের গুণে আমাদের থেকে সে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিওনা । এবং তাঁর (ইমাম আঃ) পিতামহ (সাঃ) এর হাওযে কাউছার থেকে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে দাও তাঁরই হাত দ্বারা এবং তাঁরই পেয়ালা দ্বারা, পরিপূর্ণ পুরতৃপ্তি, সুস্বাদু সুনির্মল, যে পরিতৃপ্ত হওয়ার পরে আর কোনো তৃষ্ণা নেই, হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান